গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-১০৪

তারিখঃ ০৫ চৈত্র ১৪২৬
১৯ মার্চ ২০২০

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৫/০৪/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

(স্বাক্ষরিত) ০৩/২০২০
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☎৯৫৭৪৫৩৪
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
<u>সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা</u>

<u>ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী</u>

সভাপতি	:	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	১৫ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	সকাল: ৯.৩০ মিনিট
স্থান	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">জানুয়ারি'২০ মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">ফেব্রুয়ারি'২০ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৩</td><td>০০</td><td>০৩</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০২</td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৮</td><td>০০</td><td>১৮</td><td>০০</td><td>০২</td><td>০২</td><td>১৬</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৯</td><td>০১</td><td>২০</td><td>০২</td><td>০১</td><td>০৩</td><td>১৭</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪১</td><td>০১</td><td>৪২</td><td>০৩</td><td>০৩</td><td>০৬</td><td>৩৬</td></tr>
</table>
ডিটিসিএ-তে চলমান কোনো বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ০২টি মামলা নিস্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(খ) (১) বিআরটিএ'র চলমান ১৬টি বিভাগীয় মামলা বিধিমালা অনুসরণ করে নিস্পত্তি করতে হবে।
(খ) (২) তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে কেন বিলম্ব করছেন এবং তাদের কাছে কতদিন যাবৎ তদন্তের জন্য পেন্ডিং আছে তার একটি প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিস্পন্ন ১৭টি মামলা নিস্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ফেব্রুয়ারি ২০২০ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ: (নিচের সারণি দেখুন)		

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ১৮টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ১৮টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ১৬টি, বিআরটিএ-তে ০১টি, বিআরটিসি-তে ০১টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।						
সওজ	৩২৪২	০৩	৩২৪৫	১৮	১৬	০২	৩২২৭
বিআরটিএ	২৬৯	০৪	২৭৩	০২	০২	০০	২৭১
বিআরটিসি	৯০	০৩	৯৩	০১	০০	০১	৯২
ডিটিসিএ	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
মোট	৩৬০২	১০	৩৬১২	২১	১৮	০৩	৩৫৯১

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের নতুন আইনজীবী নিয়োগ প্রক্রিয়া গত ০৪/০৩/২০২০ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯ জন আইনজীবী যোগদান করেছেন। (খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, জানুয়ারি'২০ পর্যন্ত ৬৫টি কনটেম্পট মামলা ছিল। ফেব্রুয়ারি'২০ মাসে মামলা রুজু/নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৬৫টি। এ অধিশাখা হতে মামলা নিষ্পত্তি তরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে জনুয়ারি'২০ মাসে ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ছিল ১৫টি। ফেব্রুয়ারি'২০ ২০২০ মাসে কোনো মামলা রুজু/নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি (সওজ এর ১১টি এবং বিআরটিএ এর ০৪টি)। এছাড়া, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির জানুয়অরি'২০ পর্যন্ত মামলার সংখ্যা ছিল ১১টি। ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে কোনো মামলা রুজু/নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১১টি। তন্মধ্যে সওজ এর ০৫টি এবং বিআরটিএ-এর ০৬টি।	(ক) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২৪২টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে ৩টি মামলা রুজু এবং ১৮ নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২২৭টি। মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে শিঘ্রই সভা আহবান করা হবে। আইনজীবী ও সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে দ্রুত সভার আয়োজন ও পূর্বের ন্যায় জোনাল সভার আয়োজন এবং জোনাল সভায় অনিষ্পন্ন মামলার বিষয় আলোচনা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সার্কেল পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করে মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাপতি পুনরায় প্রধান প্রকৌশলী ও এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে প্রধান প্রকৌশলী সভা করবেন। (৩) জোনাল সভার আয়োজন এবং জোনাল সভায় অনিষ্পন্ন মামলার বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। (৪) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের উদ্যোগে সার্কেল পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভার আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৬৯টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জানুয়ারি ২০২০ মাসে ৪টি মামলা রুজু হওয়ায় ০২টি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৭১টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, ১ (এক) জন নতুন আইনজীবী নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নতুন আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলোর ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৯০টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে ০৩টি মামলা রুজু ও ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯২টি। মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে।	নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১২ জন জনবল নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলা রয়েছে। হাই কোর্টে রায়/আদেশ প্রতিপালনের লক্ষ্যে গাড়ীচালক ১টি এবং অফিস সহায়ক এর ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের মঞ্জুরী আদেশ জারি করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বশেষ ২১/১১/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ডিটিসিএ'র বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের জন্য ১ (এক) জন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।	কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ যুগ্মসচিব (ডিটিএসএ)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৬৩	১,১৩২	৫,৬২১	৬১০	১৪ (অ:)	৭,৩৭৭	০৯ (অঃ)	৭,৩৬৮
বিআরটিসি	৩,১০০	২,০৭২	৯৩৭	৯১	-	৩,১০০	১২ (সাঃ) ১ (অঃ)	৩০৮৭
বিআরটিএ	২৭৭	৪৩	২৩৪	-	-	২৭৭	৩ (অঃ)	২৭৪
ডিটিসিএ	১৯	০৬	১২	০১	_	১৯	-	১৯
ডিএমটিসিএল	১৩	০৪	০৯	-	-	১৩	-	১৩
মোট	১০,৭৭৯	৩,২৫৭	৬,৮১৪	৭০৩	১৪	১০৭৯৩	২৫	১০,৮০৭

উপসচিব (অডিট) জানান যে, জানুয়ারি ২০২০ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১০,৭৭৯। ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে ২৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং ১৪টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০,৮০৭টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, এ বিভাগের ০৭টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০১টি আপত্তি খসড়া অনুচ্ছেদে উন্নীত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি অগ্রিম আপত্তির বিষয়ে ১১/০৩/২০২০ তারিখে দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(ক) এ বিভাগের ১টি খসড়া আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে এবং ৬টি আগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
	(খ) পরিচালক (নিরীক্ষা ও অডিট) জানান, মাঠ পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেননা অথবা বুঝতে পারেন না। ফলে ব্রডশীট জবাব স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সঠিক হয়না। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সতর্ক ও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ব্রডশীট জবাব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে প্রস্তুতের জন্য অধিকতর আন্তরিক হওয়ার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, জোনাল সভা আয়োজন ও জোনাল সভায় অডিট আপত্তির বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সভাপতি পরিচালক (নিরীক্ষা ও অডিট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) (১) স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভুল ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতের জন্য অধিকতর আন্তরিক হওয়ার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (খ) (২) জোনাল সভা আয়োজন ও জোনাল সভায় অডিট আপত্তির বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।	দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(খ) (৩) ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(গ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীর নিকট সুস্পষ্ট জবাবসহ পুনপ্রস্তাব চাওয়া হয়েছে।	(গ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঘ) উপসচিব (অডিট) জানান, ডিটিসিএ'র DUTP প্রকল্পের ৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের নিমিত্ত কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে।	(ঘ) প্রাপ্ত কার্যপত্রের ওপর ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের উদ্যোগ নিতে হবে।	
	(ঙ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ফেব্রুয়ারি মাসে ১৩ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ার বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩০৮৭টি। বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি যাছাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য আলাদাভাবে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঙ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তি যাছাই বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	(চ) ডিএমটিসিএল-এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এ বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৩টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(চ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		১৩	৯	২২	২	২০	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	২০	৬	২৬	৯	১৭	
	১০ম – ২০তম গ্রেড	৩	২	৫	৫	০	
বিআরটিসি		১৯৮	১৬	২১৪	১৭ (আংশিক পরিশোধ)	২১৪	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৩৫	৩৩	২৬৮	১৬	২৫২	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক.সওজ: (১) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, সাময়িক পেন্ডিং ২২টি পেনশন কেইসের মধ্যে ২টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। তিনি আরও জানান, অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায় নিরুপনে জটিলতা রয়েছে। ফলে পেনশন কেইস নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০২০ অনুসারে পেনশন পরিশোধে সমস্যা তৈরী হয়েছে। তাই এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে সভাপতি জানান, বিধিমালা পর্যালোচনা এবং ব্যক্তির অডিট আপত্তি Study করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি যাচাই-বাছাই করে দেখবেন।	(১) দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি ও সাময়িক পেন্ডি ২০টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে (২) অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায় নিরুপন ও বিধিমালা ২০২০ অনুসারে পেনশন পরিশোধের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। সেপ্টেম্বর'১৯ হতে ফেব্রুয়ারি'২০ পর্যন্ত ৭,১৪,৩৯,৬১১/- (সাত কোটি চৌদ্দ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শত এগার) টাকা বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে ১,৫১,৫৫,২৩৬/-(এক কোটি একান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুইশত ছত্রিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে কোনো পেনশন কেইস পেন্ডিং নেই। তবে পেনশনের প্রস্তাব পাওয়া মাত্রই বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক দ্রুততার সহিত পেনশন পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিগত ৩ মাসে কতজন কর্মকর্তা/কর্মচারির পেনশন দাবী পরিশোধ করা হয়েছে তার বিবরণী এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	কতজন কর্মকর্তা/ কর্মচারির পেনশন গত ৩ মাসে পরিশোধ করা হয়েছে তার বিবরণী এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. মহাসড়ক আইন, ২০২০:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত মহাসড়ক আইন, ২০২০ এর খসড়া পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পর্যালোচনাপূর্বক পরিমার্জিত খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ২০/০২/২০২০ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্ত করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি" তে প্রেরণ করা হবে।	মহাসড়ক আইন, ২০২০-এর খসড়া দ্রুত "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি" তে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ১০/০৩/২০২০ তারিখ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত বিধিমালা শিঘ্রই ভেটিং এর নিমিত্ত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	"সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (আইন/উপসচিব বিআরটিএ)
	গ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ের লক্ষ্যে বিধিমালা পর্যালোচনা কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। এ বিষয়ে আগামী ১৯ মার্চ'২০ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে বোর্ডের সভা আহবান করা হয়েছে।	অনুষ্ঠিতব্য সভার সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া বিধিমালার ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)
	ঘ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন: সহকারী সচিব (ডিটিসিএ), জানান, ডিটিসিএ'র চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ গত ০১/০৩/২০২০ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যবিবরণী হতে বাদ দিতে হবে।	যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
	ঙ. সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০: যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভার বৈঠক উপস্থাপনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০ মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অতিরিক্ত সচিব /যুগ্মসিচব (টোল ও এক্সেল)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান- (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে এবং পরিচর্যা অব্যাহত আছে। ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখের পূর্বে মহাসড়কের সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ রোপন, পরিচর্যা ও পরিষ্কার-পরিছন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখের পূর্বে আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ রোপন,	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য গাজীপুর সড়ক বিভাগ কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োজিত করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে।	পরিচর্যা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছ ঠিকাদার কর্তৃক পরিচর্যা করার বিষয়কটি সংশ্লিষ্ট সড়ক কর্তৃক তদারকি করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	অবৈধ স্থাপনা অপসারণ: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (২) সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির বিষয়ে গত ২৩/০১/২০২০ তারিখে সকল জোন অফিসে পত্র দেয়া হয়। গোপালগঞ্জ জোন এবং সিলেট জোনের সকল সড়ক বিভাগ এবং ময়মনসিংহ জোন হতে জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, টাংগাইল ও নেত্রকোণা, খুলনা জোন হতে চুয়াডাঙ্গা ও সাতক্ষিরা সড়ক বিভাগ এবং বরিশাল জোন হতে ভোলা, পিরোজপুর, বরগুনা ও ঝালকাঠি সড়ক বিভাগ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরিত ভূমি সওজ এর নামে নামজারিকরণের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। চট্টগ্রাম জোন, রাজশাহী জোন ও রংপুর জোনের সকল সড়ক বিভাগ, ঢাকা জোন হতে ঢাকা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ এবং কুমিল্লা জোন হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী ও ফেনী সড়ক বিভাগ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরিত ভূমি সওজ এর নামে নামজারিকরণের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়নি। অন্যান্য সড়ক বিভাগ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরিত সকল ভূমি/সম্পত্তি সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্ত/নামজারিকরণের কাজ চলমান রয়েছে। রেকর্ড বা নামজারির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত এবং কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, যে সকল জমি বা সড়ক স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজ অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে অথচ মিউটেশন করা হয়নি সে সমস্ত জায়গার গেজেট সংগ্রহ করে মিউটেশন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং নিজ নিজ অধিক্ষেত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের ভূমির রেকর্ড/নামজারি করার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) (ক) সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (২) (খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজ অধিদপ্তরকে হস্তান্তরকৃত জায়গার গেজেট সংগ্রহ করে মিউটেশন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) (গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাঁদের অধিক্ষেত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের ভূমির রেকর্ড/নামজারি হালনাগাদ করার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সওজ এর কর্মচারি জনাব মো: আব্দুল ওহাব, কম্পিউটার আপারেটর এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত কল্যাণপুরস্থ সিউরিটি ব্যারাক কোয়ার্টার নম্বর টি-১/১ বাসাটি গত ০৪/০২/২০২০ তারিখে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ দখলদার মুক্ত করা হয়। (খ) অবৈধ উচ্ছেদ পরিচালনাকালীন বিধিবিধান ও স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া অভিযান পরিচালনার নির্ধারিত তারিখের পূর্বে নোটিশ ও মাইকিং করে স্থানীয়দের অবগত করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিধিবিধান ও স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদ অভিযানের নির্ধারিত তারিখের পূর্বে নোটিশ ও মাইকিং করে স্থানীয়দের অবগত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) ০৫/০২/২০২০ তারিখ রংপুর সড়ক জোনের আওতাধীন গাইবান্ধা সড়ক বিভাগাধীন গৌবন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাটা-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের উভয় পার্শ্বের সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ১২৮৭টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ২৭.৮৬ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৪২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা কম/বেশী। (খ) ০৬/০২/২০২০ তারিখে রংপুর সড়ক জোনের আওতাধীন গাইগান্ধা সড়ক বিভগাধীন পলাশবাড়ী-গাইবান্ধা আঞ্চলিক মহাসড়কের (শহরাংশ) উভয় পার্শ্বে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ৯৫৬টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ২০.১৬ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৯৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার কম/বেশী। (গ) ০৯/০২/২০২০ তারিখ ঢাকা সড়ক জোনের আওতাধীন মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন রিকাবীবাজার-রামপাল-দিঘীরপাড়-বাংলাবাজার-মুন্সীগঞ্জ সদর-মুক্তারপুর মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ৫৭৮টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ১১.১৭ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ২২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার কম/বেশী। (ঘ) ১০/০২/২০২০ তারিখ ঢাকা সড়ক জোনের আওতাধীন মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ফতুল্লা-মুন্সীগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া মহাসড়কের মুক্তারপুর ফেরীঘাট হতে মুন্সীগঞ্জ সড়কের উভয় পার্শ্বের সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ৬১৭টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ৯.৮৬ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার কম/বেশী।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জোন কর্তৃক গত ২৬/০২/২০২০ তারিখে যশোর সড়ক বিভাগধীন পালবাড়ী-দড়াটানা-মনিহার-মুড়ালি (এন ৭০৭) জাতীয় মহাসড়কের ৬ষ্ঠ তম কিলোমিটার (মুড়ালী) হতে ৪র্থ কিলোমিটার বকচর পর্যন্ত সড়কের ২ (দুই) পার্শ্বে সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ১১০টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ১.৫০ একর জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনাসহ সওজের সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দেখভাল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) ০২/০২/২০২০ তারিখ দোহাজারী সড়ক বিভাগধীন শিকলবাহা (ওয়াইজংশন) হতে আনোয়ারা মহাসড়কের (জেড-১০১৮) চাতুরী চৌমুহনী এলাকার মহাসড়কের দু'পার্শ্বে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডসহ মোট ৮৫টি স্থাপনা অসারণ করা হয়। এতে প্রায় ০.০৪ একর (৪ শতক) ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২ (দুই) কোটি টাকা। (খ) ১৬/০২/২০২ তারিখ চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের আওতাধীন চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের ৯ম কিলোমিটার এ নোয়াপাড়া বাজার নামক স্থানে (কাপ্তাই অভিমুখী হাতের ডানে পার্শ্বে) সড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে নির্মাণাধীন পাকা মার্কেটের ৩৫টি আরসিসি কলাম অপসারণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ০.২৫ একর (২৫ শতক) ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১.০০ কোটি টাকা। (গ) ২৬/০২/২০২০ তারিখ বান্দরান সড়ক বিভাগধীন কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ককের ১৬তম কিলোমিটারে (রেইচা ব্রীজ) ও ২২ তম কিলোমিটার এ (বান্দরবান বাস স্ট্যান্ড এলাকা) সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডসহ ২২টি স্থাপনা উদ্ধার করা হয়। এতে প্রায় ২৫ শতক ভূমি দখল মুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩৮.০০ (আটত্রিশ) কোটি টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কাঁর্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	<u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u> চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে ১২১১টি মামলার মাধ্যমে ২৭,৮৭,০৯০/- (সাতাশ লক্ষ সাতাশি হাজার নব্বই) টাকা জরিমানা আদায়সহ ১৮ টি গাড়ী ডাম্পিং এবং ৩ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। (খ) যথাযথ নিয়ম অনুসরণকরত: যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত আছে।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) যথাযথ নিয়ম মেনে সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং মনিটর অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ২২টি মহাসড়কে ইতোপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার, নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক চলাচল বন্ধে সকল জেলা প্রশাসক এবং হাইওয়ে পুলিশকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(গ) ২২টি মহাসড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গাইবান্ধা, মুন্সীগঞ্জ ও বান্দরবান সড়ক বিভাগের জায়গা হতে ১৪৫টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। নিজ উদ্যোগে বিল বোর্ড অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) নির্বাহী প্রকৌশলীগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে নিজ উদ্যোগে বিল বোর্ড অপসারণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কনডেমনেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকেজো ঘোষণাকৃত ৬৬টি যানবাহন নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উক্ত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং মালামালগুলো ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। (খ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), জানান, সওজ অধিদপ্তরের ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান আছে। ৪৫টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৯টি সড়ক বিভাগের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি সড়ক বিভাগের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। গাজীপুর সড়ক বিভাগসহ অবশিষ্ট ৩১টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত পর্যায়ে রয়েছে।	(ক) অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ী নিলামে বিক্রির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (খ) শেড নির্মাণের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৩১টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(গ) সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ওয়ার্কশপে যানবাহন মেরামত ও সার্ভিসিং করার জন্য এ বিভাগের ইনোভেশন কমিটি ভেহিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেইজ নামে একটি সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্যোগটির ডিজাইন সম্পন্ন হলেও ওয়ার্কশপের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব রব্বানী-এর বদলী জনিতকারণে সে উদ্যোগটির কোনো অগ্রগতি হয়নি। সফরওয়্যারটি তৈরি সম্পন্ন হলে সওজ এর গাড়ীগুলোর জীবন আয়ু বেড়ে যাওয়াসহ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অনেকাংশে কমে যেত। সফটওয়্যারটি তৈরি সম্পন্ন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। **(ঘ)** সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ভেহিক্যাল সার্ভিসিং ম্যানেজমেন্ট নামক সফটওয়্যারটি এ বিভাগের ইনোভেশন পুরস্কার প্রাপ্ত একটি সফল উদ্যোগ যার মাধ্যমে সওজ এর যানবাহন এবং ইকুইপমেন্টসমূহের যাবতীয় হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করা হতো। কোন্ সড়ক বিভাগে কি কি যানবাহন এবং ইকুইপমেন্ট রয়েছে এবং বর্তমানে তার বাস্তব অবস্থা কি সেসকল হালনাগাদ তথ্য জানা যেতো। বিষয়টি সমন্বয় সভায় এজেন্ডভুক্ত থাকাকালীন হালনাগাদ করা হতো। বর্তমানে এটি হালনাগাদ করা হয়না। সফরওয়্যারটি চালু ও হালনাগাদ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) ভেহিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেইজ সফরওয়্যারটির তৈরি সম্পন্ন করতে হবে। (ঘ) ভেহিক্যাল সার্ভিসিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটি পুনরায় চালু ও হালনাগাদ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), সওজ
১১.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিতকরণ:** সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর জন্য রাজস্ব খাতে ০৮(আট)টি পদ সৃষ্টির মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয় এবং অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান শাখায় সমস্বাক্ষরের জন্য ২৬/০১/২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান শাখা হতে গত ০৯/০২/২০২০ তারিখে সমস্বাক্ষর না করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনের পর জি.ও জারির নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী গত ২৬/০২/২০২০ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিটিসিএ'তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	রাজস্ব খাতে ০৮(আট)টি পদ সৃষ্টির মঞ্জুরি আদেশ জারির লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য ডিটিসিএ হতে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব (ডিটিসিএ)

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td rowspan="4">১২.</td><td>সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :
(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):
উপসচিব (অডিট) জানান-
(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গত ০২/০২/২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভা'র নির্দেশনাসমূহ এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা-কে জানানো হয়েছে।

(২) এপিএ'র লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রকল্প পরিচালকদের অবহিত করার জন্য এপিএ'র বিষয়টি এডিপি রিভিউ সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) প্রকল্পের এপিএ'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এডিপি রিভিউ সভায় আলোচনার জন্য এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (অডিট)

যুগ্মপ্রধান/ উপসচিব (অডিট)</td></tr>
<tr><td>(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯:
উপসিচব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান-
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২০) এর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন :
<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>কার্যক্রমের নাম</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th></tr>
<tr><td>৬.২</td><td>এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি</td><td>৫%</td></tr>
<tr><td>৬.৩</td><td>মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ</td><td>১</td></tr>
<tr><td>৮.২</td><td>শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন</td><td>৮টি</td></tr>
<tr><td>৯.২</td><td>RTHD ও অধীন সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>৯.৩</td><td>সড়ক মনিটরিং টিম কর্তৃক সড়ক-মহাসড়ক পরিদর্শন</td><td>২০টি</td></tr>
</table>
(৩) NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর ৩য় প্রান্তিকের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কাম্য।</td><td>জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।</td><td>সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>(গ) Grivance Redress System - GRS :
(১) ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১৬টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। ১৬টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ০৭টি সওজ অধিদপ্তর, ০৫টি বিআরটিএ এবং ০৪টি বিআরটিসি এ সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত অভিযোগগুলোর মধ্যে ১৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (সওজ ০২টি, বিআরটিএ ০১টি) সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে।</td><td>(১) (ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(১) (খ) দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>(ঘ) Public Sevrice Innovation:
উপসিচব (টোল ও এক্সেল) জানান, মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ব্র্যাক সিডিএম-এ গত ৩ ও ৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে উদ্ভাবনী বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণা কার্যকরের লক্ষ্যে চীফ ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, গত ২৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সেবা সহজীকরণ সম্পর্কিত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত কর্মশালাদ্বয়ে উপস্থাপিত বিষয়সমূহের অগ্রগতি নিয়ে গত ০১ মার্চ ২০২০ তারিখে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ মার্চ ২০২০ তারিখে মনিটরিং টীমের অনলাইন রিপোর্টিং উদ্ভাবন ধারণা বিষয়ক কর্মশালা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালা হতে প্রাপ্ত বিষয়াদি একত্রিত করে কার্যকর আইডিয়াসমূহ সওজ এর প্রস্তুতাধীন এ্যাপস-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সওজ-এ</td><td>কর্মশালায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ৬টি উদ্ভাবনী ধারণা কার্যকর করার বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রেরণ করা হয়েছে।		
	(চ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ফেব্রুয়ারি'২০ মাসে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৮৭৫টি নথি ও ৬৮৬টি পত্রজারি, সওজ অধিদপ্তর ৩২১টি নথি ও ৩১৮টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৬১টি নথি ও ৬৪টি পত্রজারি, বিআরটিসি ৪৪টি নথি ও ১৩টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ১৮টি নথি ও ১৯টি পত্রজারি, এবং ডিএমটিসিএল ১০০টি নথি ও ১১৯টি পত্র জারির মাধ্যমে ই-ফাইল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার ই-নথি কার্যক্রম সন্তোষজনক না হওয়ায় দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের ই-নথি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(ছ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সিনিয়র সহকারী প্রধান (কার্যক্রম এডিপি) জানান, এ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় পানগাঁও কইন্টোনার টার্মিনাল হতে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক পর্যন্ত ৬.৪২ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ৪-লেনে নির্মাণের বিষয়ে এ বিভাগের জনাব মো: মাহবুবের রহমান, উপপ্রধানকে আহবায়ক করে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডাব্লিউটিএ, সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে অন্তর্ভুক্তপূর্বক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি গত ০২/০৩/২০২০ তারিখে উল্লিখিত মহাসড়ক পরিদর্শন করেছে। প্রতিবেদন প্রণয়নাধীন রয়েছে। প্রতিবেদন দাখিলের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	কমিটি কর্তৃক দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ উপপ্রধান (পরি: ও কার্য:)/সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা শাখা)
১৩.	বিবিধ: ক. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে গত ২৪/০২/২০২০ তারিখে বিআরটিসি'র সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত আছে। (২) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ধানমন্ডি-আজিমপুর চক্রাকার রুটে ১৫টি বাসে ৮টি বাসে Rapid Pass ডিভাইস সচল রয়েছে। দুরত্ব কম হওয়ায় র‍্যাপিড পাস ব্যবহারে যাত্রী সাধারণ উৎসাহিত হচ্ছেনা। এ বাসের রুট বর্ধিত করে ধানমন্ডি-আজিমপুর-গুলিস্তান-মতিঝিল করা হলে দুরত্বের ক্ষেত্রে ভাড়া বিবেচনায় র‍্যাপিড পাস ব্যবহারে যাত্রীগণ উৎসাহিত হবে। জোয়ারসাহারা-মতিঝিল রুটের ১২টি বাসে সংযোজিত Rapid Pass ডিভাইস সচল করা হয়েছে। টঙ্গী-আব্দুল্লাহপুর-এয়ারপোর্ট-মতিঝিল রুটে Rapid Pass ডিভাইস সম্বলিত বাসের রুট পরিবর্তিত হওয়ায় নতুন রুট এবং নতুন রুটে ভাড়ার তালিকা DTCA-কে জানানো হয়েছে। DTCA কর্তৃক ডিভাইসগুলো চেক এবং Software এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংযোজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (৩) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা মহানগরীতে মালিকাধীন সকল এসি বাসে Rapid Pass সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে বিআরটিএ, ডিটিসিএ ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সভা আহবানের জন্য ১৭/০২/২০২০ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (৪) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে গত ১৯/০১/২০২০ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিআরটিসি'র সাথে ডিটিসিএ'র একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ধানমন্ডি-আজিমপুর চক্রাকার রুট বর্ধিত করে ধানমন্ডি-আজিমপুর-গুলিস্তান-মতিঝিল করার বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি উদ্যোগ নিবেন। (৩) (ক) ঢাকা মহনগরীতে মালিকাধীন সকল এসি বাসে ভাড়া আদায় কার্যক্রমে Rapid Pass সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে বিআরটিএ ও ডিটিসিএ'র মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) (খ) সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মন্ত্রণালয় হতে সভা আহবানের উদ্যোগ নিতে হবে। (৪) ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৫) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে Wifi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত-এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে জোয়ারসাহারা বাস ডিপোতে ১২টি বাসের মধ্যে ০২টি বাসে Wifi স্থাপনা করা হয়েছে।	(৫) ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	
	খ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চালক, কন্ডাক্টরদের বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।	বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে মার্চ'১৮ হতে ফেব্রুয়ারি'২০ সময়ের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর মনিটর করা হচ্ছে। ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং প্রতিমাসে নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কোন্ ডি.ও পত্রের ওপর কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কী পর্যায়ে রয়েছে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে ছকে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঘ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ১১/০৪/২০১৯ এবং ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিটিসিএ'র ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউক এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে ০১/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিটিসিএ পরিচালনা পরিষদের সভায় ডিটিসিএ প্রদত্ত Traffic Circulation ব্যতীত বহুতল ভবন ও আবাসিক প্রকল্পের নকশা অনুমোদন না করার জন্য রাজউক-কে অনুরোধ করা হয়।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব ডিটিসিএ
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত, সর্বশেষ কার্য সম্পাদনের সময় ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেটে অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে একনেক সভায় সেতুর পাশাপাশি জাতীয় মহাসড়ক থেকে টোল আদায়ের নির্দেশনা দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে গত ১৯/০৯/২০১৯ তারিখে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কগুলোতে টোল আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ ও জনপথ অধিদপ্তর'কে পত্র দেয়া হয়। এছাড়া, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কগুলোতে টোল আদায় ও টোল হার নির্ধারণের লক্ষ্যে গত ১৪/০১/২০২০ তারিখে টোল নীতিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কের জন্য নির্ধারিত টোল হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিস্তারিত জরিপ কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক মতামতসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিলে জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে অনুরোধ করা হয়। ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কগুলোতে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কগুলোতে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে। (খ) টোল হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিস্তারিত জরিপ কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক মতামতসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ছ. ডিএমটিসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সমস্যা নিরসন বিষয়ক: সহকারী সচিব (এমআরটি) জানান- (১) ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পিতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী মৌজার ৯৩.০৩৫ একর জমি অধিগ্রহণে প্রশাসনিক অনুমোদন গত ১০/১২/২০১৯ তারিখে দেয়া হয়েছে। (২) ডিএমটিসিএল এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সরকারি অংশে অতিরিক্ত ৮৩৫.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রস্তাব ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। (৩) মেট্রোরেল এর ভাড়া নির্ধারণ কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা সংক্রান্ত বিধিটি স্পষ্টীকরণের জন্য নথিটি গত ২৬/০২/২০২০ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। (৪) এমআরটি লাইন-৫ (নর্দাণ) ও লাইন-৫ (সাউদার্ন) রুটের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। (৫) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি সভাকে জানান, MRT Line-6 এর উড়াল কমলা স্টেশন এবং MRT Line-1 এর পাতাল কমলাপুর স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত ডিএমটিসিএল হতে ২ (দুই)টি প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি প্রস্তাবে MRT Line-6 ও MRT Line-1 এর কমলাপুর স্টেশন (Side by Side) রাখা হয়েছে (Option-1)। অপর প্রস্তাবে এমআরটি-৬ ও এমআরটি লাইন-১ এর কমলাপুর স্টেশন (Face to Face) রাখা হয়েছে (Option-2)। উভয় প্রস্তাবনার Drawing ও Satellite Imge সুপারিশসহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)কে পরামর্শ প্রদান করেন।	বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) বিষয়টি নিয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (এমআরটি)/ যুগ্মপ্রধান অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট/
	জ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটির সর্বশেষ নির্দেশনা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় তুলে ধরেন। নির্দেশনা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থাসহ মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থায় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	জাতীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থার প্রধান/মনিটরিং টীম (সকল)
	ঝ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: (১) শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭২টি (১ম শ্রেণির ২৫টি, ২য় শ্রেণির ১৯টি, ৩য় শ্রেণির ১৮টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি) শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২য় শ্রেণির ১৯টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি মোট ৬টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর অবশিষ্ট ১১টি পদ পূরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ১৮টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি পদের মধ্যে ৩য় শ্রেণির ১৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৮ টি পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১৪৪টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে- ৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরীভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য ৩০/০৮/২০১৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বদলি জনিতকারণে ট্রেনিং এ্যাডভাইজার পদটি ১৬/১০/২০১৯ তারিখ হতে শূন্য রয়েছে। ট্রেনিং এ্যাডভাইজার পদটি প্রেষণে পূরণ করার জন্য ২২/১০/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল কার্যক্রম শেষে ৭ম ও ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮ জন নির্বাচিত প্রার্থীর অনুকূলে নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছে। এছাড়া, ১১-১৭ তম গ্রেডের ২৪টি পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ অনুসারে সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অফিস সহায়ক পদের উল্লেখ না থাকায় অফিস সহায়ক পদগুলো নিয়মিত হিসেবে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বেতনস্কেল ভেটিংসহ আনুসাঙ্গিক কার্যাদি গ্রহণ করার জন্য মতামত দিয়েছে। ডিটিসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ১৪২টি পদের মধ্যে আউটসোর্সিং হিসেবে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে ইতোমধ্যে বেতনস্কেল নির্ধারণে সম্মতি প্রাপ্ত মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭জন অফিস সহায়ক ব্যতিত অবশিষ্ট ১৩জন অফিস সহায়কের পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুসারে ২০তম গ্রেডে বেতন স্কেল নির্ধারণে গত ২৪/১২/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ সম্মতি প্রদান করেছে। ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০২০ গেজেটে প্রকাশের পর অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **বিআরটিসি: বিআরটিসি'র** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৪৫৯টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-৩টি, পরিযান কর্মকর্তা-২টি , ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ)-৬টি ও ইনস্ট্রাক্টর-৬টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে ছাড়পত্রের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র অত্যাবশ্যক এ পদগুলো নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অন্যান্য শূন্য পদগুলোর মধ্যে পদোন্নতিযোগ্য পদগুলো পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ডিজিএম(অডিট) , ম্যানেজার(অপাঃ), ম্যানেজার(প্ল্যানিং) ও প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদানের উদ্দেশ্যে	(১) শূন্যপদ পূরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৯/০২/২০২০ তারিখে ফোরম্যান পদে এবং ১৭/০২/২০২০ তারিখে সহকারী পরিযান কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই পদোন্নতির আদেশ জারি করা হবে। কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় সহকারী পরিযান কর্মকর্তা ও সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদগুলো নিয়োগের মাধ্যমে পূরনের উদ্যোগ নেয়া হবে। শূন্য পদগুলোর মধ্যে ১৬ তম গ্রেডের ৯০টি অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে নিয়োগের পরীক্ষা শেষে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ওরিয়েন্টশন প্রশিক্ষন চলছে। হিসাব সহকারী গ্রেড-২ পদে ২১টি লোকবল নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটকের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহন করা হলে ৯২১১টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। ২৮/০২/২০২০ তারিখে উক্ত পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারিগর- এ,বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) ৮৬টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের নিকট হতে প্রায় ১০০০ টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। সহকারী ফোরম্যান পদে ১৬ জন এবং কারিগর-এ (সাধারন ও ট্রেড), কারিগর-বি(সাধারণ ও ট্রেড) এবং কারিগর-সি (সাধারণ ও ট্রেড) পদে ২০০ এর অধিক শ্রমিক/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদানের উদ্দেশ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই পদোন্নতির আদেশ জারি করা হবে। ৩৬ জন নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। শীঘ্রই নিয়োগের নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১১৪টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-১ম শ্রেণি ২৯টি পদের মধ্যে ২২টি পদ পদোন্নতি এবং ৭টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদের মধ্যে ১০টি পদের পদোন্নতির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে এবং পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষ(ফিডার পদের প্রয়োজনীয় চাকুরীকাল সম্পন্ন না হওয়ায়) ১২টি পদ পূরণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। পিএসসি থেকে শূন্য পদের চাহিদাপত্র পাওয়ার পর সরাসরি নিয়োগের অবশিষ্ট ৭টি পদ পূরণের জন্য চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেনির ৩৪টি পদের মধ্যে ৫টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ২৯টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য। ৫টি পদে পদোন্নতির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মোটরযান পরিদর্শক এর ১৮টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে মামলা থাকায় তা অমিমাংসিত রয়েছে(সরকার পক্ষে মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হচ্ছে)। মামলা থাকায় মোটরযান পরিদর্শক এর ৫টি পদে নিয়োগের রিক্যুইজিশন প্রেরণ করা হয়নি। সম্প্রতি ৫টি পদে পিএসসির সুপারিশ পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে পিএসসি থেকে শূন্য পদের চাহিদাপত্র পাওয়ার পর অবশিষ্ট ১টি পদ পূরণের জন্য চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ৩৫টি পদের মধ্যে ৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ২৯টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য। ১১টি পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে। সম্প্রতি ৯টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ৩টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে। ৬টি পদ সংরক্ষিত। ৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের প্রক্রিয়া চলমান। ৪র্থ শ্রেণির ৩১টি পদের মধ্যে ৯টি পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে। সম্প্রতি ১টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ২টি পদ সংরক্ষিত। ২টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের প্রক্রিয়া চলমান। আউটসোর্সিং এর নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় ১৭টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১ টি পদের মধ্যে ৪৫৪১টি শূন্য পদ রয়েছে তন্মধ্যে-১ম শ্রেণির ২০৪টি পদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর ৮৬টি পদ পূরণের প্রস্তাব পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৬টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। পদোন্নতির মাধ্যমে ৮টি পদ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য ৬৩টি পদ পূরণের নিমিত্ত বর্তমানে যোগ্য কর্মকর্তা নেই। নন ক্যাডারভূক্ত ৭টি পদ সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নিতর মাধ্যমে পূরণযোগ্য অবশিষ্ট শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেণির উপসহকারী প্রকৌশলীর ১৭৬টি শূন্য পদের মধ্যে ৮২টি শূন্য পদ পূরণে চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, মোট পদের ১৫% পদ সংরক্ষণ করে অবশিষ্ট পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন ২য় শ্রেণির ২১৪টি পদের মধ্যে-৮২টি পদ পূরণরে চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৬০টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য ২০টি পদ পূরণের নিমিত্ত র্বতমানে যোগ্য র্কমর্কতা নেই। বিভাগীয় হিসাবরক্ষণের ১২টি পদ মহাহিসাব রক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। অবশিষ্ট ৪০টি পদ সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ২৫৭০টি পদের মধ্যে-পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য ৬১২টি পদ পূরণের নিমিত্ত বর্তমানে যোগ্য কর্মচারী নেই। ৮টি রিট পিটিশন এর বিপরীতে মহামান্য আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত রায় পাওয়ায় ওয়ার্কচাজড় সংস্থাপনে কর্মরত ১৭৩জন কর্মচারীকে নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৩টি পদ প্রধান হিসাব রক্ষণের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি সুপারভাইজার এর ১টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ২৯১টি বিভিন্ন গ্রেডের পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু করা হবে। অবিশষ্ট পদসমূহে ওয়ার্কচাজড় ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৫২২টি পদের মধ্যে- পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য ২৩১টি পদ পূরণের নিমিত্ত বর্তমানে যোগ্য কর্মচারী নেই। ৮টি রিট পিটিশন এর বিপরীতে মহামান্য আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত রায় পাওয়ায় ওয়ার্কচাজড় সংস্থাপনে কর্মরত ৩২৪জন কর্মচারীকে নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। সিকিউরিটি গার্ড এর ৬৪টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অবিশষ্ট পদসমূহে ওয়ার্কচাজড় ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। এছাড়া, আউট সোসিং ৩১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	এ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে পরিচালক (রোড সেফটি)কে সদস্য-সচিব করে ১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ১ম সভা গত ০৩/০৭/২০১৯ তারিখে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কমিটির সম্মানিত সদস্যগণকে স্ব স্ব পর্যবেক্ষণ থেকে সুনির্দিষ্ট ৩/৪টি করে সুপারিশ কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে পত্র দেয়া হলে ৩টি প্রতিষ্ঠান যথা- হাইওয়ে পুলিশ, নিরাপদ সড়ক চাই ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে সুপারিশ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে গত ০৯/১০/২০১৯ তারিখে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী সভা শিঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে।	দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: উপসচিব (টোল অধিশাখা) জানান, সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক, ফেরি এবং সেতুসমূহের মুমূর্ষু রোগী বহনকারী সরকারি ও বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্সের জন্য টোল মওকুফ সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন গত ০৬/০২/২০২০ তারিখে জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনের বিষয়টি সকলকে অবহিত এবং তদানুযায়ী টোল মওকুফের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রজ্ঞাপনের বিষয়টি সকলকে অবহিত এবং তদানুযায়ী টোল মওকুফের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বর্তমানে সারাদেশে অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ ও মহাসড়কসমূহ রক্ষার্থে সারা দেশের জেলার ২১টি স্থানে মোট ২৮টি এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রণীত ডিপিপি ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে একনেকে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য EoI আহবান করা হয়েছে যার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। গত ২৩/০২/২০২০ তারিখে মূল্যায়ণ বিষয়ক ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ডিপিপি অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম যেমন- ভূমি অধিগ্রহণ, কনসালটেন্ট নিয়োগ ও অন্যান্য কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম কর্তৃক জানা যায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ডিপিপি সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থ সংস্থান পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) মেঘনা সেতু, গোমতী সেতু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু ও শাহ আমানত সেতুতে ইতোমধ্যে এ্যাপস ভিত্তিক ETC চালু করা হয়েছে। এ্যাপসভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (খ) যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগগ্রহণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	(ক) এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে।	
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেরারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, চেয়ারম্যান, ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এবং রাইডশেয়ারিং মোটরযান সার্টিফিকেট ইস্যু কার্যক্রম শুরু হয়। ২৭/০১/২০২০ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৭টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন দাখিল করেন। এর মধ্যে ১২(বার)টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের এ্যাপলিকেশন ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন ২০১০ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া বিষয়টি যাচাই করে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ফলে রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।	রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ১০/০৩/২০২০ তারিখ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত বিধিমালা শিঘ্রই ভেটিং এর নিমিত্ত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	"সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনের জন্য ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত BUTA আইনের ডিটিসিএ-তে Presentation আকারে উপস্থাপন করেছে। BUTA আইন সংশোধনের পর্যায়ে আছে যা চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	ডিটিসিএ আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খসড়া চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৩/২০২০
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব